মাধবীদের ঈশ্বর – ১৫

এখন তো দেখছি তুমিই চলে যাওয়ার প্ল্যান করছ ! নদীর কথার কোন জবাব দেয় না ভেরা। চিঠিখানা ফেরত নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে শুধু।
নদী আর কোন কথা বলছে না দেখে নিজে থেকেই বলতে শুরু করে ,
আমি কি ভুল করছি বলে তোমার মনে হয় ?
তোমার ব্যাপার আমি কি করে বলব !
তবুও।
আচ্ছা একটা কথার উত্তর দাও।
বলো।
সত্যি সত্যি কি তুমি ওই লোকটাকে ভালোবাসো?
ভেরা নিরুত্তর।
সে তোমাকে ভালোবাসে?
মনে হয় ।
মনে হওয়া কি যথেষ্ট ?
মানে ?
মানে এই যে তুমি চলে যেতে চাচ্ছ ওই লোকটার সাথে ঘর বাঁধবে বলে, তুমি কি সিওর এটা তোমার সঠিক সিদ্ধান্ত?
আমি জানি না। প্লীজ তুমি এখন কাউকে কিছু বলোনা।
তোমার বিষয় তুমিই বলবে। আমি কেন বলতে যাবো ?

নদীর খুবই বিরক্ত লাগছে। নিরাসক্ত থাকার চেষ্টা করেছিল প্রথমে। এখন মনে হচ্ছে কোথায় যেনো একটা প্রচন্ড বিরক্তি দলা পাকাচ্ছে। ভেরা কিছু একটা আন্দাজ করতে পারে। হঠাৎ তার কথা সব গুটিয়ে নেয়। তড়িঘড়ি করে বলে,
আমি আসি এখন।
শীতল চোখে নদী শুধু তাকিয়ে থাকে।
ভেরা রুম থেকে বের হয়ে গেলে নদী উঠে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। এবার যদি ভেরা ফিরে আসে সে আর দরজা খুলবে না ঠিক করেছে। যত্তোসব !
সপ্তাহ খানেক ধরে সে একাই থাকছে রাতে। জুলিয়ানাকে বলে দিয়েছে কাউকে তার সাথে থাকতে হবে না আর। সে যথেষ্ট ভালো আছে। পরের কথাটায় অহেতুক জোর পড়ায় নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত লাগছিল। জুলিয়ানা অনেকক্ষন তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। নদীর অস্বস্তি তাতে বেড়েছিল আরও।
সে কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই জুলিয়ানা তাকে হাত দিয়ে থামিয়ে দেন।
ঠিক আছে নদী, কেউ থাকবে না । তবে যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে বলো।
অবশ্যই জানাবো।
জুলিয়ানা ফিরতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান।
একজন সাইক্রিয়াটিষ্টের কাছে গেলে তোমার জন্য ভালো হতো না?
নদী হঠাৎ করে এ প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করে। জুলিয়ানা খানিক্ষণ চুপ থেকে বলেন,

তোমার আপত্তিটা কোথায় ? যখনই তোমাকে এ কথা বলা হয় তুমি যেনো এড়িয়ে যেতে চাও ! অসুখ বিসুখ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই না? ঝুমুরও একবার একজন মহিলার কাছে তোমাকে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তুমি যাওনি।

নদী কি বলবে সহসা ভেবে পায় না।
এমনি।
এমনি !
মানে কোন কারণ নেই না যাবার। আসলে আমার ইচ্ছা করেনা !
ইচ্ছা করেনা ! ভালো হতে কারো ইচ্ছা করে না এটা কি খুব ভালো কথা ?
হেসে ফেলে নদী।
আমি তো এখন বেশ ভালোই । তাছাড়া কারো কাছে মন খুলে সব কথা বলতে পারিনা এটাই আমার সমস্যা ! না বললে কি চিকিৎসা হবে?
বলতে শুরু করলে দেখবে আস্তে আস্তে ঠিকই বলতে পারছ। ঠিক আছে আমি এখন আসি। তুমি ভালো করে বিষয়টা ভেবে দেখো। তোমার ভালোর জন্যই বলছি।
ভালোর জন্যই যে বলা হচ্ছে তাতে নদীর কোন সন্দেহ নেই অবশ্য !

কথাটা এই মুহুর্ত্যে মনে পড়ে যাওয়াতে বিশ্রী একটা অনুভূতি জাগে। অসহায় অসহায় লাগে নিজেকে। বিছানা ছেড়ে আবার উঠে। দরজার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ঠিক মতো লাগানো হয়েছে কিনা ! যেই আসুক আজ আর খুলবে না । ঘুমের ভান করে পরে থাকবে।
ধ্যানে বসবে নাকি? মেডিটেশন। জুলিয়ানা তাকে কিছুদিন তালিম দিয়েছিলেন। সে নিজেও মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে। বই ও পড়েছে এ বিষয়ে দু'চারখানা । মন বসে না। দু'চার মিনিটেই উসখুস করতে থাকে। ভাবনা শুন্য থাকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন যেনো রাজ্যের ভাবনা আরও বেশী করে হামলে পরে, অদ্ভুত ! একটা কাজও তাকে দিয়ে ঠিকমত কি হওয়ার নয় !
রীনা প্রায়ই বলতো, তোর মতো এমন রেষ্টলেস মানুষ আমি জীবনে দেখিনি ! এতো অস্থিরতা নিয়ে চলিস কি করে বুঝি না।
শুয়ে শুয়ে এসব আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা নোট বুকের কথা মনে পরে যায়। মনে পরতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বিছানায় বসে । লন্ডনে যখন ছিল, বেশী মন খারাপ হলে প্রায়ই একা একা পার্কে ঢুকে বসে থাকতো। ব্যাগ থেকে একটি ছোট্ট নোট বুক খুলে যা মনে আসতো তাই লিখতো। যতসব হাবিজাবি ! উদ্দেশ্যহীন লেখা। মনের ভিতর যেসব শব্দ অথবা কথা ভীর জমাতো সে সবেরই আঁকিবুকি।

নোটবুকটা অনেকদিন দেখা হয় না। আজ, এই মুহুর্ত্যে খুব দেখতে ইচ্ছা করে। লন্ডনে থাকতে মাঝে মাঝেই খুলে দেখত। এখানে আসার পর আর দেখা হয়নি। বুক সেলফের লাগোয়া ছোট্ট লেখার টেবিলটার ড্রয়ারে রেখেছিল যতদূর মনে পরে। আছে কিনা কে জানে ! বিছানা থেকে নেমে দুরু দুরু বুকে ড্রয়ারটা খুলে। যেন কি এক গোপন সম্পত্তি ! পার্পল কালারের ভেলভেটে মোড়ানো নোটবুকটা চোখে পরতেই এক ঝলক ভালো লাগা ছড়িয়ে পরে মনে। একটু আগের তিতকুটে ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে যেনো বাচেঁ । কাহাতক আর সহ্য হয় ! এই রোগটা থেকে পালাতে চায় সে প্রাণপনে তবু কই পারে না তো ! কখনও কি পারবে না ?

কারো প্রেমের কথা শুনলে, অথবা দেখলে তার এমন বুনো রাগ আর অস্থিরতায় পেয়ে বসে - এর থেকে

কি মুক্তি নেই? কিন্তু ঝুমুরদির সাথে সুপ্রিয় এর মেলামেশার কথা শুনে তো এরকম কিছু হয়নি ! বরং উলটো সে ঝুমুরদির মুখে সুপ্রিয়র নাম উচ্চারিত হতে দেখলে তার নিজের চোখ মুখের ভাষাই পালটে যেতে টের পেয়েছে। ঝুমিরদির ভালোলাগার আভা তার চেহারায় কেমন করে যে ছড়িয়ে যায় ! এর মানে কি ?

আশ্চর্য্য ! এসব ভাবতে ভাবতে নদী নোটবুকটা বুকের কাছে ধরে রাখে। চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা পানি ঝরে পরে যা আটকানোর জন্য এতক্ষন প্রাণপন চেষ্টা করেছিল !

বারে বারেই হেরে যায় কেন সে ? কার সাথে যুদ্ধ, কিসের সাথে যুদ্ধ ! নিজের সাথেই নিজের কি?

এখানে পালিয়ে এসেছিল একটা স্বাভাবিক জীবনের কল্পনা করে। এখন মনে হচ্ছে আরও বিচিত্র এবং জটিল সব জীবনের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে সে। ঝুমুরদিকে মনে হয়েছিল এমন একজন মানুষ, যে পাশে থাকলে সাহস আর ভরসা পাওয়া যায়। অথচ এই ক'টা তো মাত্র মাস। এমন কি করে হয়? এতটা বদলে যায় মানুষ !

বিছানায় ফিরে গিয়ে নোটবুকের প্রথম পাতা মেলে ধরে চোখের সামনে। কখনও কবিতার মতো করে সারি সারি কিছু লাইন। কখনও স্রেফ দু'চার লাইন গদ্য। প্রথম পাতা চোখের সামনে মেলে ধরতেই বেড়িয়ে পরে কিছু সাজানো শব্দ....

স্বপ্নের টুকরো গুলো জড়ো করে করে অবশেষে
একখানি কোলাজ তৈরী করে হাঁটছিলাম
প্রিমরোজ হিলের বুক চিরে,
ফার্মারস মার্কেটে গন্তব্যের আপাত ইতি ধরে নিয়ে।
সরাসরি যাবার কোন চল নেই তাই,
দাড়াঁতেই হয়। আমিও দাঁড়িয়েছিলাম খানিক, যথানিয়মে।
বেঞ্চিগুলো অলস পরে আছে।
কোনটায়বা দু'একজন ইতিউতি ভবঘুরে।
কারোরই তেমন তাড়া নেই। না বেঞ্চি না মানুষের....

প্রেমিক প্রেমিকারা গহীন গহবর ছেড়ে বেড়োতে গড়িমসি করে
শনিবারের এই একলা সকালে।

বড়লোক বুড়িদের ভীর আর ফ্যাশন ফ্যাশন
'অর্গানিক' কেনার ধুমে ফার্মাস মার্কেটের
মা, ছেলের চিজ কেকের দোকানটায় দাঁড়িয়ে নিজেকে
আবিস্কার করি, আমরা আসলে শুধুই দু' পেয়ে প্রাণী।
ব্যতিক্রম শুধু, মানুষ বড় বেশী নিজের কথা বলে,
নব্বই ভাগ যার শুধুই প্রলাপ
এবং অর্থহীন মিথ্যা !

....

কখনও কোন এক সকালে
হ্যামষ্টেড হীথের চুড়োয় উঠে
এলিয়ে পরা বিষন্ন আকাশ দেখতে দেখতে কক্ষ পথ খুঁজি ।
লেকের পারে মাছ শিকারী বৃদ্ধদের দু'একজন
সাথে কুকুর ,
ঘুড়ি উড়ানো উৎফুল্ল কিশোর, রংগীন যুবতীরা সাঁপের মতো কোমর দুলিয়ে হাঁটে।
আনমনে আমি ফিরতি পথ ধরি॥ চমৎকার গোছানো পথের ভিতরে পথ, তস্য পথ ঘিরে
খিঁড়কীর ওপাড় থেকে এসে পরা টুকরো আলো আঁধারী ঠেলতে ঠেলতে
আমার কোথায়ও আদপেই পৌঁছানো হয় না... !

নদী নোটবুক বন্ধ করে শুয়ে থাকে টান টান হয়ে। চোখ বন্ধ করে দৃশ্যগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করে। ছোট বড় অনেক গুলো পার্ক, উচুনীচু ছোটখাটো টিলা আর ছোট-বড় লেকের পাশে ছিল তার বাসা। হ্যামষ্টড এর বিশাল পার্ক ছোট খাট অরণ্যকেও হার মানায়। শতাব্দী প্রাচীন বিশাল বিশাল নানা জাতীয় বৃক্ষ, কৃত্রিম জলাশয়, আর জায়গায় জায়গায় ঘন ঝোঁপ ঝাড়ের ভিতর হাঁটলে মনেই হয় না লন্ডন শহরের মধ্যস্থল তো দূরের কথা, এর আশে পাশে কোন লোকালয় আছে ! কত মানুষ, শিশু বৃদ্ধ, যুবক - যুবতী যে যার মতো হাঁটে। শরীর ফিট রাখতে দৌঁড়ায় কেউ কেউ। বাচ্চা বুড়ো মিলে একেকটা জোড়াতালি দেওয়া পরিবার - যারা নানাভাবে ভেঙ্গে খান খান, তাঁরা হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার সুবাদে একসাথে বসে পিকনিক করে। ঘুড়ি উড়াতে পার্কের সব চেয়ে উঁচু টিলার মতো জায়গাটায় উঠে কিশোরের দল। বিশাল বিশাল নানা আকৃতির রঙ্গীন সব ঘুড়ি ! বাতাস ওখানে সারাক্ষণ শো শো বয়।

সে কি নষ্টালজিক হয়ে পরছে, নাকি এখানে তার আর মন টিকছে না ?
এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে...!

মনে পরে উইক এন্ডে বা কখন ও সখন ও সামারের লম্বা একাকী বিকেল গুলোতে যেদিন যেদিকে খুশী বেড়িয়ে পরতো। কোন দিন বেশী মন খারাপ হলে ফোনের লাইন খুলে সারাদিন শুয়ে থাকা ! বন্ধুরা বলতো সে নাকি অদ্ভুত সব কান্ড করে। যা স্বাভাবিক মানুষ কখনও করে না, করবে না।
কোনটা যে স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক তার বিচার কে করবে ? এই তো মাত্র কিছুদিন আগেই মনে হতো ঝুমুর আর জুলিয়ানা মিলে গড়ে তোলা এই হোমকে ঘিরে তাঁদের আবর্তন কতই না স্বাভাবিক ! কিন্তু এখন সবকিছু কেমন অস্বাভাবিক লাগতে শুরু করেছে । কেন ? কোনটা নিয়ম আর কোনটা অনিয়ম এসব কে বানায় ? কিছু মানুষ? কিছু মানুষ মিলে পৃথীবির তাবৎ মানুষ কে ভেরা বানিয়ে রাখে যুগ যুগ ধরে। কিছু মানুষ মিলে ইতিহাসের চাকা ঘুরায় নিজেদের ইচ্ছামত, অন্যেরা সব কলুর বলদ। যা বলা হয় তাই শুনে। তাই করে। ব্যবহৃত হয় শুধু। জেনেও, না জেনেও। তারা ইতিহাসের কেউ না। শুধুই ইতর প্রাণী ! অথবা তারও অধম !

রীনার কথা মনে পরে। কেমন আছে কে জানে। বিয়ে টিয়ে করেছে নাকি প্রেম করেই বেড়াচ্ছে ! রীনার প্রেমের ব্যাপার গুলো ভাবলেই আগে যেমন মাথার ভিতর আগুনের ফুল্কি উড়তো এখন কই তেমন ভাব তো আসে না !
ভাবনাগুলো কেমন নেতিয়ে পরে চক্কর খায় আশে পাশে। নদীর মনে হয় সে শুধু ভেসে আছে, ভেসে বেড়াচ্ছে কোথাও গভীর হতে পারছে না। কেন ? আরেকটা ভাবনাকে বার বার তাড়িয়ে দিতে চাইলেও

কেন তাড়ানো যাচ্ছে না। ওটাকে তাড়াতেই কি নোটবুক নিয়ে নাড়াচাড়া, হাবিজাবি কথা নিয়ে এত আনচান !
ঝুমুরদিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে এ মুহুর্ত্যে ! ভেরার সাথে ঝুমুরদির চেহারার মিলটা কি খুব বেশীরকম এখন ? এমন কথা কেন মনে এলো !
তার চেহারায় কি কখনও এমন পরিবর্তন আসবে ! আসতে পারে ? সেটা কি স্বাভাবিক হবে নাকি অস্বাভাবিক ?

আচ্ছা এখন তো অনেক রাত, ঝুমুরদির রুমের দিকে কি যাবে একবার ? যদি রাগ করেন?
ঘুমিয়ে পরেছেন, নাকি বিনিদ্র চোখে পায়চারী করছেন । গিয়ে ডাকলে যদি দরজা না খুলেন।
ঘুমের ভান করে পরে থাকার সম্ভাবনাও আছে।
কি ভেবে নদী আয়নার সামনে গিয়ে দাড়ায়। আয়নায় যার প্রতিবিম্ব ভেসে উঠেছে তাকে পরিস্কার দেখা যায় না। বোঝা তো আরও জটিল ! ঘরে যে আলো জ্বলছে তা অপ্রতুল নয়। একটা আলো আধাঁরীর খেলা জমে উঠেছে। নদী নিজের মুখ ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। অদ্ভুত শীতল, কাটা কাটা একটা মুখ।
নাক, চোখ, চুল, ভ্রু, কোথাও এক বিন্দু উত্তাপ নেই ! এত ঠান্ডা ! হীমশীতল !
শরীর?
সেখানেও হীমপ্রবাহ !
এখন সে মাঝখানে, তার একপাশে ঝুমুর, অন্য পাশে জুলিয়ানা। আয়নায় এবার তিন জনের মুখ !
নাহ ! জুলিয়ানা নয়। তিনি বাদ। এখন শুধুই দু'জন। সে আর ঝুমুর। ঝুমুর আর সে। পিছনে আবছায়া যেনো কার মুখ ! কার ?
কিছু বূঝে উঠার আগেই একটা শব্দে কান খাড়া করতে হয়।

ঠুক ঠুক ঠুক !
দরজার বাইরে কে এতো মৃদলয়ে ঠোকা দেয় ! এত রাতে ! ক'টা বাজে এখন? নদী দেয়াল ঘরিটা দেখে।
১২ টা, দশ।
ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক।
আশ্চর্য্য ! এখন আবার কে এলো, ভেরা নয়তো ? খুলবে না খুলবে করেও প্রচন্ড এক বিরক্তি নিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে...।

চলবে॥